ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

PART-2

CC-12(SEM-5)

Presented by

Chandrani Ray

SACT

Jhargram Raj College

চুয়াড় বিদ্রোহ (1768-1800)

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঁকুড়া ও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদ হয়েছিল তা উপজাতি ভিত্তিক কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

ঝাড়গ্রাম ,নাড়াজোল ,কর্ণগড় সহ মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত জঙ্গলমহল এলাকার বৃহত্তম জমিদারির মালিক **রানী শিরোমণির** জমি চুয়াড়রা দীর্ঘদিন যাবত ভোগ দখল করে আসছিল এই বিশাল অঞ্চলে তারা নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল।

- **পেশাগত পরিচয়:** আভিধানিক অর্থে **‘চুয়াড়’** শব্দটির দ্বারা **‘দুর্বৃত্ত’** ও **‘নীচ জাতি’** বোঝায়।বাস্তবে চুয়াড়দের জীবন ও জীবিকা মূলত কৃষিকাজ ও পশু শিকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এর পাশাপাশি চুয়াড়রা স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কাজ করত যার বিনিময়ে তারা কিছু নিষ্কর জমি ভোগ করত।
- **বিদ্রোহের কারণ:**
- ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 1865 খ্রীঃ এ প্রথম ‘ভারতীয় অরণ্য আইন’ পাস করে এদেশের অরণ্য সম্পদ এর উপর

ভারতীয়দের অধিকার খর্ব করে এবং অরণ্যকে সরকারি সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসে এবং ঘোষণা করে যে অরণ্যে ঘেরা যেকোনো ভূমিই হল সরকারি সম্পত্তি। এই অধিকার বলে কোম্পানি চুয়াড়দের অধিকাংশ ভোগ দখল করা জমি কেড়ে নেয়। যার ফলে তাদের স্বাধীন জীবিকার সমস্যা দেখা দেয়।

- উপরন্তু আবাদি জমিতে কোম্পানি খাজনার হার বাড়িয়ে দেওয়ায় চুয়াড়রা ক্ষিপ্ত হয়। এদের সঙ্গে কৃষক,পাইক,সর্দাররাও বিক্ষুব্ধ হয়।
- সর্বোপরি রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারের মাত্রা অসহ্য হয়ে গেলে চুয়াড়রা বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়।

- **<u>নেতৃত্ব:</u>** ঘাটশিলার রাজা জগন্নাথ সিংহ, বাঁকুড়ার রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহ, মেদিনীপুরের রানী শিরোমণি প্রমুখ।
- **<u>বিদ্রোহের পর্যায়:</u>**
- 1768 খ্রীঃ এ ঘাটশিলার জমিদার তথা ধলভূমের রাজা **জগন্নাথ সিংহের** নেতৃত্বে চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনা হয়।এতে যোগ দেন স্থানীয় **কোয়ালপোল ,ধৌলক,বরভূম** প্রভৃতি মহলের জমিদার ও প্রজারা। **ক্যাপটেন মরগ্যানের** নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়।
- 1769 খ্রীঃ এ স্থানীয় কিছু জমিদারের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার চুয়াড় কৃষক এই বিদ্রোহ পুনরায় শুরু করলে বিদ্রোহের তীব্রতায় ব্রিটিশ জগন্নাথ সিংহকে তাঁর জমিদারী ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

- তৃতীয় পর্যায় বাদকার **শ্যামাগাঞ্জনের** নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। এই পর্যায়ে 1783 থেকে 1784 পর্যন্ত কালিয়াচক অঞ্চলে এই বিদ্রোহ চরমে পৌঁছেয়।
- অন্তিম পর্যায় 1798 খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ ব্যাপক হিংসাত্মক হয়ে ওঠে।বিদ্রোহীরা বহু এলাকায় সরকারি সম্পত্তি ও ফসল পুড়িয়ে দেয়। অচল সিংহের নেতৃত্বে ৩৮ টি গ্রামের সর্দার ও পাইক সম্প্রদায় গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালায়। নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ,এমনকি চুয়াড় সর্দারদের অর্থের লোভ দেখিয়ে ব্রিটিশ এই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়।
- **তাৎপর্য:**
- জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের সংযোগে চুয়াড় বিদ্রোহ বিশেষ মাত্রা পায়।বিদ্রোহের চালিকা শক্তি ছিল কৃষক সম্প্রদায়, যাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন জমিদার শ্রেণী।

- চুয়াড়দের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার এই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার রদবদল ঘটাতে বাধ্য হয়।বিষ্ণুপুর শহরকে কেন্দ্র করে দুর্গম বনাঞ্চল নিয়ে **‘জঙ্গলমহল’** (1800) নামে বিশেষ জেলা গঠন করা হয়।
- আদিবাসী এলাকাগুলিতে এরপর থেকে রাজস্ব ব্যবস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা সচেতন থাকে।

ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়া চুয়াড়রা বিদ্রোহ শুরু করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। নিরক্ষর চুয়াড়রা আঠারো শতকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ শুরু করে তা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় শুরু করেছিল আরো অন্তত একশো বছর পরে। এই বিদ্রোহ উপজাতি বিদ্রোহের বিবর্তন ঘটিয়ে মহাবিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেছিল।